গাংনীতে শরিফা ফল চাষে কৃষকের সাফল্য ; ঝুঁকছে অন্যরাও

থোকায় থোকায় শোভা পাচ্ছে শরিফা ফল। বাতাসে দোল খাচ্ছে শরিফা, সেই সাথে দোল খাচ্ছে বাগান মালিকের স্বপ্ন। ব্যতিক্রমী কৃষি উৎপাদনের চিন্তা চেতনায় বিলুপ্ত প্রায় শরিফা ফল চাষে বেশ সাফল্য পেয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের বাহাউদ্দীন।

সুস্বাদু ও বেহেস্তি ফল হিসেবে পরিচিত শরিফা চাষে বেশ লাভবান হয়েছেন তিনি। ৮ বিঘা জমিতে বাগান করে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টাকা আয় করছেন । তার এই সাফল্য এলাকার তরুণ যুবকদেরকে শরিফা বাগান চাষে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকেই।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিশিষ্ট ব্যাংকার বাহাউদ্দীন। শখের বশে আর ব্যাতিক্রমি কিছু করার চিন্তা নিয়েই বছর চারেক আগে মাত্র দুই বিঘা জমিতে শরিফা ফলের বাগান করেন। এলাকাভিত্তিক এর শরিফা ফলের নাম মেওয়া ফল বলে জানেন সকলে। স্থানীয় ভাবে বীজ সংগ্রহ করে তা রোপণ করেন । প্রথম বছরে খরচ করেন মাত্র ২০ হাজার টাকা। পরের বছর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

সেবছর শরিফা ফল স্থানীয় ফল বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে পান ৪০ হাজার টাকা। স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে বেশি লাভবান হওয়ায় আরো ৬ বিঘা জমিতে শরিফা বাগান করেন। এ বছর তিনি ৫০ হাজার টাকা খরচ করে পেয়েছেন তিন লাখ টাকা। অনুকুল আবহাওয়া নিজের অদম্য পরিশ্রম এবং কৃষি অফিসের পরামর্শে তিনি শরিফা বাগান করে লাভবান হয়েছেন। কীট পতঙ্গের আক্রমণ না থাকায় এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার একেবারে কম হওয়ায় অনেকেই এ আবাদে ঝুঁকছেন এলাকার অনেক মানুষ।

শরিফা চাষী বাহাউদ্দিন জানান, আগে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই পাওয়া যেতো সুস্বাদু ফল শরিফা। এখন কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে বসেছে সেই ফল। এখন কেউ আর এ ফলের গাছ রোপণ করেন না। বিলুপ্ত প্রায় এ ফলের গাছ ধরে রাখা ও বাণিজ্যিক ভাবে এ বাগান করার প্রয়াস নিয়েই বাগান করেছেন ।

স্বল্প খরচ আর অল্প পরিশ্রমে বেশি লাভবান হওয়ায় স্থানীয় চাষী ও তরুণরা শরিফা বাগানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। স্থানীয়রা পরামর্শ নিচ্ছেন বাগান করার জন্য। গাংনীর ভিটাপাড়ার কলেজ শিক্ষক রফিকুল

আলম জানান, তিনি এ শরিফা চাষে সাফল্যের গল্প শুনেই পরামর্শ নিচ্ছেন বাগান করার। ইতোমধ্যে দুই বিঘা জমি প্রস্তুত করেছেন। বীজ সংগ্রহ করছেন তিনি। রফিকুল আলমের মতো অনেকেই বাহাউদ্দীন ও কৃষি অফিসে পরামর্শ নিচ্ছেন শরিফা বাগান করার জন্য।

স্থানীয় ব্যবসায়ী আঃ রহমান ও লিটন মিয়া জানান, মেওয়া বা শরিফা ফল সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হওয়ায় এর চাহিদা রয়েছে। নিজের হাতে বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজার ও ঢাকাতে পাঠানো হয়। অনলাইনেও এর বেঁচা কেনা হয়। বাগান থেকে ২৫০ টাকা দরে কিনে সাড়ে চারশ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। এতে লাভ হয় বেশি।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম সাহাবুদ্দীন আহমেদ জানান, শরিফা একটি বিলুপ্ত প্রায় সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণে ভরপুর ফল। বাহাউদ্দীন এটির বাগান করেছেন। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই বাগান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে পরামর্শ চাচ্ছেন। এ ফল আবাদে খরচ কম। রোগ বালাই একেবারই নেই। অথচ লাভ অনেক বেশি। কৃষি অফিস সব সময় চাষীদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন। এ ফল আবাদের সম্প্রসারণ ঘটলে পুষ্টির চাহিদা অনেকখানি পূর্ণ হবে।

মেহেরপুর জেলা পুলিশের সর্তকতা অভিযান ও মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব রোধে মেহেরপুর হোটেল বাজার এলাকায় সাধারণ নাগরিকদের করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে মাস্ক বিতরণ করেছে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

রবিবার বিকেলে শহরের হোটেল বাজার এলাকায় মাস্ক বিতরণ ও সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা

হয়।

মেহেরপুরের কাঁঠাল পোতায় নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কাঁঠালপোতা ফুটবল একাডেমীর উদ্যোগে কাঁঠাল পোতা নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাঁঠাল পোতা নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস সালাম, ইউপি সদস্য ওহিদুল ইসলাম ডাবলু, আবুল কালাম মন্ডল, জুবায়ের আরিফিন, আব্দুল আজিজ বিশ্বাস আব্দুল্লাহ আল মামুন তূর্য।

পরে অতিথিবৃন্দ উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এনামুল ইসলাম। উদ্বোধনী দিনে যতারপুর যুব সংঘ চাঁদপুর স্পোর্টিং ক্লাব একে অপরের সাথে মোকাবেলা করে।

গাংনীর লাইসিয়াম স্কুলের

মতবিরোধের অবসান

মেহেরপুরের গাংনী শহরের লাইসিয়াম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালক ও শিক্ষকদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের মতবিরোধের অবসানের লক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এক লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক উপস্থিত হয়ে সকলের মতামত গ্রহণ করেন।

মতামত গ্রহণ শেষে বিদ্যালয়ের পরিচালক হিসেবে প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আমিরুল ইসলামকে পুনরায় দায়িত্ব দেয়া হয় এবং একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। এ পরিচালনা পরিষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম।

এ সময় এম এখালেক উভয় পক্ষের উদ্দেশ্যে বলেন, আপাতত প্রাথমিকভাবে একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হচ্ছে। এই কমিটির মাধ্যমে সকলের মতামতের একটি সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র তৈরী করা হবে যাতে করে বিদ্যালয়টিতে আগামীতে এ ধরণের উদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি না হয়।

মতবিনিময় সভা অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সহকারি মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শফি কামাল পলাশ, আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম শাহ, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু বাজার কমিটির সভাপতি মহাববুর রহমান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক বুলু সহ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানকালি পরিচালক আমিরুল ইসলাম ও সকল শিক্ষক কর্মচারি অবিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বসত ঘরে আগুন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের জিয়াউর রহমানের বসত বাড়িতে অগ্নীকান্ডের ঘটনায় আসবাপত্র পুড়ে গেছে। শনিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময়ে এ ঘটনা ঘটে।

বাড়ীর মালিক জিয়াউর রহমান জানান, রবিবার সকালে শ^শুর বাড়ী থেকে ফিরে এসে এ অগ্নীকান্ডের ঘটনা দেখতে পায়। সংবাদ পেয়ে বামন্দি সাব-ষ্টেশনের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদস্য ও পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে এস অগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

তিনি আরো জানান, তিনি স্বপরিবারে মেহেরপুর এলাকায় শ^শুর বাড়ীতে বেড়াতে যান। রোববার ভোরে বাড়ীতে এসে দেখেন তার বসত ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলছে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। জিয়াউর রহমানের স্ত্রীর দাবী উদ্দেশ্যমূলক এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

তবে জিয়াউর রহমান এ বিষয়ে কোন অভিযোগ করবেন না বলে জানিয়েছেন।

এ অগ্নীকান্ডের ঘটনায় আসবাপত্রসহ কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মেহেরপুরে ফারইষ্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্সের বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ

মেহেরপুরে ফারইষ্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুরেন্স লি.এর বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। ইন্স্যুরেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯ মাস পার হলেও টাকা দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী গ্রাহক।

যদিও গ্রাহকদের বলা হয়েছে মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই টাকা পাওয়া যাবে।

মেহেরপুর শহরের ৬ নং ওয়ার্ডের ভুক্তভোগী গ্রাহক ঝর্না খাতুন জানান, ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্সুইরেন্স কোম্পানী লি. এ আমি একটি ইন্সুইরেন্স করি। যার নাম্বার ৮০-২১১। গত বছর ডিসেম্বরে তার ১০ বছর পুর্ন হয়েছে। প্রায় ৯ মাস পার হতে চললেও টাকা পাওয়ার কোন নাম নেই। টাকার ব্যপারে মেহেরপুর শাখায় যোগাযোগ করা হলে তারা আমাকে পুনরায় নতুন করে ইন্স্যুরেন্স করতে বলেন। নতুন ইন্স্যুরেন্স করলে তাড়াতাড়ি টাকা পাবেন বলে জানান কোম্পানির লোকজন। তা না হলে দেরি হবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর শাখার কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম জানান, নতুন ইন্স্যইরেন্স করলে হাতে হাতে ফইল নিয়ে কাজ করা যায়। ঢাকায় যেতে খরচ লাগে, সেটা কে দেবে। কবে নাগাদ টাকা আসবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যার কাছে টাকা জমা দিয়েছেন তাকে জিজ্ঞেসা করেন। আমাকে জ্বালাতন কইরেন না।

মেহেরপুরের বোসপাড়ায় জলাবদ্ধতায় বিপর্যস্ত চার পরিবার

মেহেরপুর শহরের বোসপাড়ায় জলবদ্ধতার কারণে চার পরিবার বিপর্যয়ের মুখে। বাড়ির পাশে এক মাত্র চলাচলের রাস্তা থাকলেও তা অল্প বৃষ্টির কারণে হাটু পানিতে পরিনত হয়। যা চলাচলের জন্য অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। এতে করে বিভিন্ন সাপ,বিছা, পোকা মাকড়ের ভয়ে জীবন যাপন করছে চারটি পরিবার।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর পৌর এলাকার ২ নং ওয়ার্ড বোস পাড়া ঘুরে দেখা যায় জলবদ্ধতা জীবন যাপন করছে চারটি পরিবার।

মৃত আকবর আলীর ছেলে রাজ্জাক জানান, আমরা জলবদ্ধতায় ২০ বছর ধরেই

ভুগছি বেশি সমস্যা হয় বর্ষার মৌসুমে। যেখানে হালকা বৃষ্টি হলেই হাটু পানিতে বাড়ির উঠান পর্যন্ত ডুবে যায়। আমরাসহ আশে পাশের চারটি পরিবার মিলে পৌর মেয়র, দুই নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কে জানালে সবাই প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু এখনো প্রর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেনি। এই জলবদ্ধতার কারনে আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মূখিন হয় যেমন দীর্ঘ দুই, তিন মাস ধরে আমাদের আশে পাশের প্রতিবেশিরা জলাবদ্ধতার কারনে আমাদের বাড়িতে কেউ বিপদে এগিয়ে আসে না। যদি পরিবারের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তাকে প্রতিবেশির ছাদ পাড়ি দিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

এর চাইতেও সমস্যা আমাদের বাড়ির কারেন্ট বিল, পানির বিল, ডিস বিল সহ বিভিন্ন বিলের কাগজ অন্য কারো কাছে রেখেই চলে যায়। আমরা যদি নামাজ পড়তে যায় তবে বাড়ির ছাদ বেয়ে অন্য বাড়ির ছাদ দিয়ে যেতে হয়|

প্রতিবেশি মিলন জানান, আমাদের রাস্তার পাশেয় ড্রেন আছে কিন্তু রাস্তা ছাড়া ড্রেন উচু হওয়ার কারণে এই জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এই বিষয় টি বিশ বছর থেকে পৌর সভায় ও দুই নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর দের জানালে সবাই প্রতিশ্রুতি দেয় রাস্তাটি উচু করে করে দিবে ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও করে দিবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেও এগিয়ে আসে না।

আরও এক প্রতিবেশি আবু সাইদ জানান, আমার বাড়ির পাশে জলবদ্ধতা যে কারণে প্রচুর পুকা মাকড়ের উৎপত্তি হচ্ছে। বিশেষ করে আমার ছোট মেয়ে আছে তার জন্য মসার হাত থেকে বাঁচাতে ছোট মশারীও কিনে এনেছি, তার পরেও মশার হাত থেকে আমার বাচ্চাকে রক্ষা করতে পারছি না। তার চাইতেও বড় কথা আমার প্রতিবেশি আব্দুর রাজ্জাক ভাই কিন্তু তার পরিবারসহ আমার বাড়ির ছাদ দিয়ে চলাচল করে। কারণ যখন উনি অফিসে যায় তখন তো আর হাটু পানির ভিতর দিয়ে আসতে পারে না তাই আমার বাড়ির ছাদ দিয়ে চলাফেরা করে।

এ ব্যাপারে ২নং নাম্বার ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, বিষয়টি এর আগেও আমাকে জানানো হয়েছে। আগামীকাল আব্দুর রাজ্জাকের জলাবদ্ধতার ভোগান্তির ব্যাপারটি নিয়ে কাজ শুরু করব। প্রথমে রাস্তার পাশে যে ড্রেন ব্যবস্থা আছে সেটা পরিষ্কার করাবো তারপরও যদি পানি নিষ্কাশন না হয়, তবে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের বিশেষ বর্ধিত সভা

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকালে মেহেরপুর পৌর অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শক্তিশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে এই বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন। আপনারা জানেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগ একটি সু সংগঠিত ও সুস্থধারার রাজনীতি করে। এখানে কোন মাদকের সাথে জড়িতদের স্থান নেই। মেহেরপুর জেলা যুবলীগ কোন দুর্নীতিবাজ, মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেয় না।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, গাংনী পৌরমেয়র আশরাফুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের সদস্য মাহাবুব হাসান ডালিম, সাজিজুর রহমান সাজু, ইয়ানুস আলী, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান হিলন, সদর উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক মিজানুর রহমান অপু, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ।

সভা সঞ্চালনা করেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদুল ইসলাম পেরেশান। এর আগে কোরআন তেলাওয়াত করেন শহর যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদুজ্জামাম সুইট।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর পুলিশের সচেতনতামূলক কার্যক্রম সহ মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জেলা পুলিশ মেহেরপুরে সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন।

তারই ধারা বাহিকতায় আজ শনিবার দুপুরে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলির নিদের্শনায় শহরের হোটেল বাজার, কোর্টমোড় এলাকা, কলেজ মোড়সহ বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ জনসাধারণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেছে জেলা পুলিশ।

এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকা এবং মাস্ক ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আহবান জানানো হয়। একই সাথে মাস্ক ছাড়া অসচেতনভাবে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় পুলিশ সদস্যরা।

এবারও অনিশ্চিত আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন!

সীমানা সংক্রান্ত জটিলতায় প্রায় ১০ বছর ধরে আটকে আছে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। সীমানা জটিলতা নিরসন করে ২০১৭ সালে মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন হলেও এখনও আটকে আছে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। প্রায় দশ বছর ধরে চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছেন আনারুল ইসলাম। সর্বশেষ ২০১৭ সালে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষনার পরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সব জায়গাতেই এক প্রকার নির্বাচনি আমেজ তৈরি হলেও আমদহ ইউনিয়ন নির্বাচন নিয়ে এখনো অনিশ্চিয়তা কাটছে না।

জানা গেছে, গত ২০১১ সালের ৯ জুন আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। একই বছরের ২৮ জুলাই ওই নির্বাচনে বিজয়ী পরিষদের

প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুযায়ী ২০১৬ সালের ২৭ জুলাই এ পরিষদের মেয়াদ শেষ হয়। ওই সময় দেশের অন্য পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হলেও সীমানা জটিলতা দেখিয়ে মেহেরপুর পৌরসভা ও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা স্থগিত রাখে নির্বাচন কমিশন। পরে সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের মুখে ২০১৭ সালের ২৫ ও ২৩ এপ্রিল আমদহ ইউপি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। ২৫ এপ্রিল মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন হলেও আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন তখন স্থগিত করা হয়।

আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমদহ ইউনিয়নের নির্বাচন দাবি করে আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হিরা বলেন, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অত্যন্ত জুরুরী। বিনা ভোটে দশ বছর ধরে চেয়ারম্যান হয়ে থাকাটা অন্যায়। সাবেক মেয়রের সাথে কারসাজি করে নির্বাচন আটকে রেখেছে। এটা অন্যায়। এছাড়াও নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ব্যাপরে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করে জেলা প্রশাসক ও জেলা নির্বাচন অফিসার। নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার ব্যাপােও তাদেরও দায় বদ্ধতা আছে।

আমদহ গ্রামের মহসিন আলী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একই চেয়ারে থাকায় ওই চেয়ারম্যান-মেম্বাররা সাধারণ মানুষকে তেমন মূল্য দিচ্ছেন না।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের উপ-দফতর সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া বুলু বলেন, ‘সীমানাসংক্রান্ত জটিলতার দোহাই দিয়ে নির্বাচন স্থগিত থাকলেও এটি তেমন জটিল কিছু নয়। এটা নিরসন হয়ে পৌর নির্বাচন হয়েছে। সীমানা জটিলতা আর নেই। আমাদের দলের নেতাকর্মীরা চান নির্বাচন হোক। দল মনোনয়ন দিলে আমারও চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘গত তফসিলে আমি চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলাম। একটি পক্ষের কূটকৌশলে নির্বাচনটি স্থগিত রয়েছে। শিগগিরই নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি।

আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাড. কাজী শহিদুল হক বলেন, আমহদ ইউনিয়নে সীমানা জটিলতা আর নেই। বিগত নির্বাচনে তফসিল ঘোষনা হয়েও চেয়ারম্যান আনারুলের কারসাজিতে নির্বাচন স্থগিত হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত কোন নির্বাচন হয়নি। চেয়ারম্যান আনারুল যেটা করেছে এটা অন্যায় অনৈতিক।

জনগনের ভোটাধিকার হরণ করেছে সে। জনপ্রতিনিধি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিনা ভোটে দশ বছর ধরে ক্ষমতা দখল করাটা যৌক্তিক না। আমি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমদহ ইউনিয়নের নির্বাচন দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, একই কারণে পৌর নির্বাচন বন্ধ ছিল। নির্বাচন বন্ধ রাখার একটি সিন্ডিকেট রয়েছে। যারা নির্বাচনকে ভয় পায়। যেহেতু সেই জটিলতা কাটিয়ে পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমরা চাই, পাশের এ ইউনিয়নের নাগরিকরাও তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাক।

এ বিষয়ে বর্তমান চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামকে মোবাইলে ফোন করা হলে তিনি রিসিভ করেননি। তবে এক বছর আগে তিনি নির্বাচন সম্পর্কে বলেন, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম বলেন, আমার বিরুদ্ধে কিছু লোক অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি সুন্দরভাবে ইউনিয়নবাসীর সেবা করে যাচ্ছি। নির্বাচন ঠেকানোর কোনো ক্ষমতা আমার নেই। সরকার চাইলেই নির্বাচন হবে।

জেলা নির্বাচন অফিসার আহমেদ আলী বলেন, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার মধ্যে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে হাইকোর্টে একটি মামলা বিচারাধিন আছে। ২০১৭ সালে মেহেরপুর পৌরসভার বিষয়ে বাদি পক্ষরা মামলাটি তুলে নিয়েছিল। এজন্য পৌর নির্বাচন আমরা করতে পেরেছিলাম। একই সাথে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষনা করেছিলাম।

কিন্তু হাইকোর্ট থেকে নির্বাচন কমিশনকে একটি নোটিশ প্রেরন করা হয়। এর প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন আমাদের নির্দেশ দেন আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন স্থগিত রাখতে। সেই থেকে এখনো পর্যন্ত আমরা কোন নির্বাচনের নির্দেশ পাইনি।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন কোন মামলা মোকাদ্দমা থাকার কারনে বন্ধ থাকতে পারে। তারপরও আমি বিষয়টি ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখছি। কোন আইনগত সমস্যা থাকলে সেটা নিরসন করার চেষ্টা করবো।